অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

নং- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০১৪. ২০১৬- 2090

তারিখঃ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ওপর হামলার ঘটনা তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ এনএইচআরসিবি/প্রবিবেঃপ্রেরঃ/২৪৫/১৪-১৩১০(৪) তারিখঃ ২১/১১/২০১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনটি এতদ্সংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ জাহিদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
e-mail: **lgadmin1@lgd.gov.bd**

বিতরণঃ

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।
২। চেয়ারম্যান, ---------- উপজেলা পরিষদ, জেলা-গাইবান্ধা।
৩। মেয়র, ---------- পৌরসভা, জেলা- গাইবান্ধা।
৪। চেয়ারম্যান, ---------- ইউনিয়ন পরিষদ, ----------,উপজেলা, জেলা- গাইবান্ধা।

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা (১২ তলা)
৮, শহীদ সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব- ৯৩৩৬৮৬৩
হেল্প লাইন- ৯৩৪৭৯৭৯ (সকাল- ০৯.০০ থেকে বিকাল- ০৫.০০)
ফ্যাক্সঃ ৮৩৩৩২১৯; ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com ওয়েব সাইটঃ (www.nhrc.org.bd)

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

তথ্যানুসন্ধান কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্য : (ক) জনাব মোঃ ইসরাত হোসেন খান
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
(খ) জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন রিগ্যান
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

তথ্যানুসন্ধানের তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি:

তথ্যানুসন্ধানের স্থান : গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জের রংপুর সুগার মিল এলাকা।

ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ:

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জের রংপুর সুগার মিল সংলগ্ন এলাকর প্রায় ১০০ একর জমিতে স্থানীয় সাঁওতালরা একচালা ঘর নির্মান করে। রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ এটিকে জমি দখলের ঘটনা দাবী করে উচ্ছেদের দাবী জানায়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় তাদের উক্ত এলাকা থেকে অপসারণের সময় প্রশাসন, পুলিশের সাথে সাঁওতালদের সংঘর্ষে তিন জন আদিবাসী সাঁওতাল নিহত হয় এবং ০৯ জন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। এ সময় সাঁওতালদের মধ্যে ব্যপক ভয় ভীতি ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকার পুরো সাঁওতাল সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং তাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়।

গত ০৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "আদিবাসীদের উচ্ছেদ: হামলায় আহত একজনের মৃত্যু" শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুয়োমোটো অভিযোগ নং ১৫/১৬ গ্রহণ করে উপর্যুক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় প্রেরণ করা হয়।

টাটু টুডো (৬২) পিতা- মৃত ফাতু টুডো, মাদারপুর, শাপপাড়া এর বক্তব্য:
তিনি বলেন যে, ৪ বছর আগে (তারিখ মনে নেই) স্থানীয় এমপি আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে মত সভা করেন। এমপি বলেছিলেন যে, হাইকোর্টে মামলা করে বিরোধীয় জমি তাদের পক্ষে নিয়ে আসবেন। সে বিরোধীয় জায়গায় সাঁওতালদের ঘরবাড়ী তৈরী করতে বলে পরবর্তীতে বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাদের আদেশেই ঘরবাড়ী উচ্ছেদ করা হয়।

বার্নাবাস ট্রুডো (৪৮) পিতা- ম্যানুয়েল মুন্সী ট্রুডো, মাদারপুর, গোবিন্দগঞ্জ এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে তাদের বাপ দাদার সম্পত্তির কাগজ তারা সংগ্রহ করে এমপিকে নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। এমপি আশ্বাস দেন যে জমি আপনারা পাবেন। আরো বলেন যে, দীর্ঘ ৪ বছর এভাবে না যেতেই ০১/০৭/২০১৫ তারিখ বিরোধীয় জমিতে তারা ঘরবাড়ী তৈরী করেন। ধান লাগান, হাঁস, মুরগী পোষেন। গত ০৬/১১/২০১৬ তারিখ মিল কর্তৃপক্ষ পুলিশ নিয়ে আগে কাটতে আসে। তখন গন্ডগোল হয়। তখন পুলিশ পিছন থেকে গুলী ছোড়ে। এত ০২ জন আহত হন, ০১ জন মারা যান। আহত আরো ০২ জন হাসপাতালে আছে। যে মারা যায় তার নাম শ্যামল, বাড়ী চাপাই নবাবগঞ্জে। সে আরো বলেন যে, তাদের ঘরগুলোতে আগুন লাগানো হয়।

ভুট্টো (৩৬) পিতা- খোকা মোহন্ত, সাহেবগঞ্জ এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, বিরোধীয় জমি পূর্বে তাদের বাপ দাদার সম্পত্তি ছিল। পরে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে। চুক্তির শর্ত ছিল মিল না চললে সরকার জমি নিয়ে পূর্ব মালিকদের ফেরত দিবে। তবে মিল বন্ধ হওয়ার পরে জমি অবৈধভাবে লীজ দেয়া হয়।

শ্যামল (২৮) পিতা মুন্সী এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, "আমাদের বাপ দাদার সম্পত্তি আমরা ফেরত নিতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ আমাদের উপর গুলী বর্ষন করে।"

৫ম শ্রেণীর ছাত্রী (সাঁওতাল) সখী পাহাড়ীর বক্তব্য:

সে বলে যে এ ঘটনায় তার শিক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটছে না। স্বাভাবিকভাবেই সে স্কুলে এসে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

৫ম শ্রেণীর ছাত্র (সাঁওতাল) জয়দেব পাহাড়ীর বক্তব্য:

সে বলে যে এ ঘটনা তার শিক্ষা গ্রহণে কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি।

মোঃ আবদুল মান্নান (৪০), পিতা- আবদুল কাদের গ্রাম- মোকদহ, কটিয়া বাড়ী এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, সাঁওতালরা এবং সাথে বাঙ্গালীরা জোর করে এসে আখ ক্ষেতে ছোট ছোট ঘর তৈরী করে। আখ ক্ষেত দখল করার জন্য এসব ঘর তৈরী করে। তাদের হাতে অস্ত্র তৈরী ছিল। ঘটনার তারিখ তার সুস্পষ্ট মনে নেই। তবে অনুমান ০৬/১১/২০১৬ তারিখ।

মোঃ জিন্নাত আলী (৬০) পিতা- মৃত কছির উদ্দিন, বোকদহ কটিয়াবাড়ী এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, ১ বৎসর আগে সাঁওতাল ও এলাকার মুসলমান ও হিন্দুরা মিলে কাটামোড়ে মিটিং করে। তারা মিলের পাশে মিছিল করে বলে আমাদের বাপ দাদার সম্পত্তি আমরা দখল করব। তারপর মাঠের মধ্যে ঘর তোলে। পুলিশ বাধা দিলে তাদের তীর মারে। এ জমি পূর্বে এলাকার লোকদের ছিল। পরে সরকার তা কিনে নেয়। তিনি আরো বলেন যে, এখানকার স্থায়ী আদিবাসি সাঁওতালরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সাঁওতালদের এখানে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। মৃত যে ৩ জনের কথা বলা হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই বলে তিনি জানান।

তহুলিম আকন্দ (৫৫), পিতা- মৃত কাজিম উদ্দিন, বোগদাহ কলোনী, কাটাবাড়ী এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, ১ বৎসর আগে থেকে সাঁওতালরা মিছিল মিটিং করে বাগদা ফার্ম দখল করতে চায়। গত রোজার পরে এ নিয়ে সাঁওতাল বনাম অন্য পক্ষ উত্তেজনা হলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারী করে। জমিতে ফার্ম কর্তৃপক্ষ ফসল করলে সাঁওতালরা তা কেটে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক গন্ডগোলে পুলিশ ও আহত হয়। তারা হাসপাতালে আছে বলে তিনি জানান।

বাদশ মিয়া (৩৫), পিতা- হামিদ আলী, সাং- বোগদাহ কাটিয়াবাড়ী এর বক্তব্য:

তিনি বলেন যে, প্রথমে ১২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ এ গন্ডগোল হয়। সেদিন সাঁওতালরা তাকে তীর মারে যার চিহ্ন তার শরীরে আছে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সাঁওতালরা তাদের উপর আক্রমন করে। গন্ডগোলের মূলে চিনিকলের সম্পত্তি। সাঁওতালরা এ জমি তাদের বলে দাবী করে। তিনি আরো জানান যে, তিনি জন্মের আগে থেকে দেখেন যে এ জমি মিল কর্তৃপক্ষের।

পর্যবেক্ষণঃ

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং প্রত্যক্ষ দর্শীদের বক্তব্য এবং পারিপার্শিক অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনায় তথ্যানুসন্ধানী দল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ এলাকার মোট ১৮৪২ একর জায়গায় উপর অবস্থিত রংপুর সুগার মিল ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কিছু ব্যক্তিক্রম বাদদিলে মিলটি সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে মিল সংলগ্ন এলাকার আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় একটি সমাবেশের মাধ্যমে উক্ত মিলের জমিকে তাদের বাপ দাদার পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি বলে দাবী তোলে এবং উক্ত দাবী পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিগত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ভূমিতে কিছু চালা ঘর স্থাপনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ শুরু করলে সরকারী চিনি কল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে বিগত ০৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মিল কর্তৃপক্ষ তাদের মিলের চাষ করা জমির আখ কাটার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। এ সময় আশপাশে অবস্থানরত সাঁওতাল সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে মিল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের কাছে সহায়তা চাইলে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তেজনা নিরসনের চেষ্টা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এতে ঘটনাস্থলে ০৯ জন পুলিশ তীরবিদ্ধ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এক পর্যায়ে টিগার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতির আরো অবনতি হওয়ায় পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ও সংঘর্ষেলিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। সংঘর্ষের সময় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের (০৩) তিন ব্যক্তি আহত হন। তাদের দুজনের নাম তদন্তের সময় জানা যায়। তাদের নাম যথাক্রমে মঙ্গল মান্ডি ও শ্যামল হেম্ব্রন। পরবর্তীতে তারা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মঙ্গল মান্ডি দিনাজপুরের এবং শ্যামল হেম্ব্রন চাঁপাইনবাগঞ্জের আধিবাসী বলে জানা যায়। সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে বিগত ০৬/১১/২০১৬ তারিখের ঘটনাটির কিছুটা পূর্বধারাবাহিকতা থাকলেও ঐদিনের ঘটনাটি তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রসূত। কোনপক্ষই পূর্বপরিকল্পনা মাফিকভাবে ঐদিনের ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়নি। এখানে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা ছিল উত্তেজনা নিরসনমূলক।

সুপারিশঃ

১. সংখ্যালঘু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশকে বলা যেতে পারে।

২. সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে স্কুলগামী বাচ্চাদের মধ্যে বিরাজমান আতংক দূরীকরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও শিক্ষকসমাজকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ মানবিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৪. সাওতাল সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সর্বদা বজায় রাখা জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. আত্মরক্ষামূলক বিষয়ে আরো দক্ষতা অর্জন করে পুলিশকে এরকম ঘটনায় আরো কোমল, নমনীয় এবং মানবিক হতে হবে।

২৭/১১/২০১২
(মোঃ সালাহউদ্দিন রিগ্যান)
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২৭/১১/২০১২
(মোঃ ইসরাত হোসেন খান)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন